দৈনিক বাংলা

তারিখ 27 APR 1997
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

# প্রাথমিক শিক্ষা, নারী উন্নয়ন ও টিকাদানে বাংলাদেশের সাফল্য অভূতপূর্ব

**স্টাফ রিপোর্টার ঃ** বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষা, নারী উন্নয়ন ও শিশু টিকাদান কর্মসূচীতে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। শিক্ষা, দক্ষ জনশক্তি ও প্রযুক্তিখাতে বর্তমান বিনিয়োগ যদি বৃদ্ধি করা হয় তবে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে। শনিবার প্রকাশিত 'দক্ষিণ এশিয়ার মানব উন্নয়ন ১৯৯৭' রিপোর্টে বাংলাদেশ সম্পর্কে এই অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে। ইউএনডিপি'র সহযোগিতায় পাকিস্তানের হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট সেন্টার এই রিপোর্ট প্রণয়ন করেছে। প্রকাশনা অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়া বলেন, বর্তমান সরকার সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি করতে চায়। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতকে সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। শিক্ষার হার বৃদ্ধিকরণে ১০ বছরের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়া প্রকাশনা উৎসবে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন। পাকিস্তানের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, সাবেক অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী মাহবুবউল হক রচিত দক্ষিণ এশিয়ার মানবসম্পদ উন্নয়ন রিপোর্টে সার্কভুক্ত দেশগুলোর অগ্রগতি ও সম্ভাবনাসমূহের একটি সমন্বিত মূল্যায়ন ও উন্নয়ন যাত্রায় বিরাজমান চ্যালেঞ্জগুলোর একটা সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া রিপোর্টে এ অঞ্চলের দেশগুলোর অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য ১৫ বছর মেয়াদী একটি কর্মপরিকল্পনা বিবেচনার জন্য পেশ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য সার্কভুক্ত দেশগুলোর সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, সবার জন্য মৌলিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, সমগ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বিশুদ্ধ পানি, পুষ্টিহীন শিশুর জন্য পুষ্টি, কমপক্ষে ৮০ শতাংশ দম্পতির জন্য পরিবার পরিকল্পনা সেবা, গরীব

(৮–এর পৃঃ ২–এর কঃ দ্রঃ)

## প্রাথমিক শিক্ষা, নারী উন্নয়ন ও টিকাদানে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ও বঞ্চিত মানুষের ঋণ ব্যবস্থা সহজতর করে এ অঞ্চলের মানুষের উন্নয়ন করা।

দক্ষিণ এশিয়ার মানব উন্নয়ন ১৯৯৭–এর প্রণেতা মাহবুবউল হক তাঁর প্রারম্ভিক বক্তব্যে বলেন, দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের প্রায় ৫শ মিলিয়ন মানুষ অতি দরিদ্র, ২৬ মিলিয়ন স্বাস্থ্যসেবা পায় না, ৩৩৭ মিলিয়ন বিশুদ্ধ পানি পান করতে পারে না এবং ৪শ মিলিয়ন বয়স্ক জনগোষ্ঠ লেখাপড়া জানে না। তিনি দক্ষিণ এশিয়ার অনগ্রসরতার কারণ হিসাবে ভ্রান্ত নীতিমালার কথা উল্লেখ করে বলেন, দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের দেশগুলোর উন্নয়নে সার্ক–এর মাধ্যমে সমন্বিত উদ্যোগ নিতে হবে। অর্থনৈতিক ও মানব উন্নয়নে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার প্রয়োজন। তিনি উন্নয়নে সুশীল সমাজের সহযোগিতার কথা উল্লেখ করে বলেন, সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। ১৫৩ পৃষ্ঠার রিপোর্টে দেশভিত্তিক বিভিন্ন উপাত্ত ও তথ্য দেয়া আছে। তিনি বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, নারী উন্নয়ন, নারী শিক্ষা, শিশু মৃত্যুর হার রোধ করার ক্ষেত্রে সাফল্যের প্রশংসা করেছেন। তবে কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পিছিয়ে আছে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, দক্ষিণ কোরিয়ায় যেখানে ২০ শতাংশ মানুষ কারিগরি শিক্ষা লাভ করে সেখানে বাংলাদেশ পায় ২ শতাংশ।

অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়া এ ধরনের রিপোর্ট রচনার জন্য মাহবুবউল হককে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, দক্ষিণ এশিয়ার অগ্রগতির ক্ষেত্রে গবেষণার ফলাফল কাজে লাগবে।

প্রকাশনা অনুষ্ঠানে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট সেন্টার–এর ভাইস প্রেসিডেন্ট মিসেস খাদিজা হক, বিশ্বব্যাংকের আবাসিক প্রতিনিধি পি ল্যানডেল মিলস্, সাবেক অর্থমন্ত্রী এ এম এ মুহিত ও সাংবাদিক মাহফুজ আনাম রিপোর্টের বিভিন্ন দিকের ওপর আলোচনা করেন।

অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আবুল হাসান চৌধুরী, সংসদ সদস্যবৃন্দ, কূটনৈতিক, এনজিও প্রতিনিধি, গবেষক, শিক্ষকসহ জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে বিভিন্ন গবেষক ও এনজিও প্রতিনিধি রিপোর্টের ওপর আলোচনা করেন।